মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ।

www.dhakaeducationboard.gov.bd

স্মারক নং- ৪৪৫

তারিখ: ২৮/০১/১৯

বিষয়: ভর্তি ফি বাবদ অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থ ফেরত প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্র: অধ্যক্ষের ২৩/০১/২০১৯ তারিখের জবাব।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "কাকলী স্কুল এন্ড কলেজ"-এ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ২০১৯ সালের 'বেসরকারি স্কুল-স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা' লঙ্ঘণ করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে ৩৪,০০০/- টাকা এবং পূন:ভর্তির ক্ষেত্রে ১৫,৪০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে মর্মে তদন্তে প্রতিয়মান হয়েছে।

এমতাবস্থায় ভর্তি নীতিমালার অনুচ্ছেদ-১১.৩ এ উল্লেখিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভর্তি ফি **(বাংলা ভার্সন- সর্বোচ্চ ৮,০০০/- টাকা, ইংরেজি ভার্সন- সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা)** এর চেয়ে অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থ আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে শিক্ষার্থী/অভিভাবকদের ফেরত প্রদান করত: নিম্ন-স্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

চেয়ারম্যানের আদেশক্রমে,

(স্বাক্ষর) ২৮.০১.১৯

প্রফেসর ড.মো: হারুন-অর-রশিদ
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা।

অধ্যক্ষ
কাকলী স্কুল এন্ড কলেজ
১৭৯, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।

মেমো নং- ৪৪৫ (৪)

তারিখ: ২৮/০১/১৯

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
২। সভাপতি, গভর্ণিংবডি, কাকলী স্কুল এন্ড কলেজ, ১৭৯, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
৩। পি.এস টু চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

(স্বাক্ষর) ২৮.০১.১৯

কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা।

সংযুক্তি: ২০১৯ সালের 'বেসরকারি স্কুল-স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন-মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা'।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

বেসরকারি স্কুল-স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা

ভর্তির কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসরকারি স্কুল-স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা করা হলো:

২.০ যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে: সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে সাধারণভাবে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৩.০ শিক্ষার্থীর বয়স: জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬+ বছর হতে হবে। ভর্তির বয়সের উর্ধ্বসীমা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

৪.০ শিক্ষাবর্ষ: শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৫.০ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ: শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বে কমিটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে পরিচালনা কমিটির সভা আহ্বান করে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবে। তবে একই ক্যাচমেন্ট এলাকার ভর্তি পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত করার সুবিধার্থে ঢাকা মহানগরীর বিদ্যালয়সমূহের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি সংশ্লিষ্ট থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নির্ধারণ করবেন।

৬.০ ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা: প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ভর্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক উপকমিটি গঠন করতে পারবে।

৭.০ ঢাকা মহানগরীর স্কুলসমূহে ভর্তি

৭.১ ঢাকা মহানগরীর বেসরকারি স্কুলসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল সংলগ্ন ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। অবশিষ্ট আসনসমূহ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৪০% কোটা প্রযোজ্য হবে না। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় অবস্থিত হলে শিক্ষার্থীরা যে কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করতে পারবে;

৭.২ ঢাকা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সহায়তায় প্রত্যেক স্কুলের ক্যাচমেন্ট এরিয়া (স্কুল সেবা অঞ্চল) নির্ধারণ করবেন। ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ নিয়ে একাধিক স্কুলের মধ্যে মতদ্বৈধতা বা জটিলতা দেখা দিলে থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিষয়টি সমাধান করবেন। ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ সঠিকভাবে করতে হবে এবং কোন এলাকা বাদ না পড়ে সেই দিকে সতর্ক থাকতে হবে। থানা-উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের আদেশে সন্তুষ্ট না হলে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে আবেদন করা যাবে। জেলা শিক্ষা অফিসারের আদেশ চূড়ান্ত বিবেচিত হবে;

৭.৩ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বে ক্যাচমেন্ট এলাকা জরিপ করে সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সমাপনী বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর তথ্যের জন্য জরিপ ছাড়াও ক্যাচমেন্ট এরিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে 'প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট' পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করবে। স্কুলের ভর্তির বিজ্ঞপ্তির তারিখে শিক্ষার্থী যে এলাকায় বসবাস করবে সেই এলাকাই তার ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে বিবেচিত হবে।

Scanned by CamScanner

৮.০ ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি

৮.১ ১ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবশ্যিকভাবে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে। লটারিতে ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত রাখতে হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থী নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

৮.২ ২য়-৮ম শ্রেণির শূন্য আসনে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের প্রস্তুতকৃত মেধাক্রম অনুসারে ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে;

৮.৩ ভর্তি পরীক্ষার সময় ও মান বন্টন:

৮.৩.১ ২য়-৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান- ৫০; তন্মধ্যে বাংলা-১৫, ইংরেজি-১৫ ও গণিতে-২০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০১ (এক) ঘণ্টা;

৮.৩.২ ৪র্থ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ণমান- ১০০; তন্মধ্যে বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিতে-৪০ নম্বর থাকবে। ভর্তি পরীক্ষার সময় হবে ০২ (দুই) ঘণ্টা;

৮.৪ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসন সংখ্যা উল্লেখপূর্বক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন। এ ছাড়া ভর্তি কমিটি জাতীয়/স্থানীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নিবেন।

৯.০ ভর্তির আবেদন ফরম

৯.১ ভর্তির আবেদন ফরম বিদ্যালয় অফিস এবং বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট (যদি থাকে) থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যাবে;

৯.২ ভর্তির আবেদন ফরম বিতরণ ও জমার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকতে হবে। তবে আবেদন ফরম বিতরণের জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) কার্যদিবস সময় দিতে হবে;

৯.৩ আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থীর ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি আঠা দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে;

৯.৪ আবেদন ফরম জমা দেয়ার সময় ফরমের নিচের অংশ রোল নম্বর দিয়ে প্রবেশপত্র হিসেবে শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে এবং উপরের অংশ কমপক্ষে এক বছর বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে;

৯.৫ ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইট তৈরী করবে এবং Online-এ শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদন গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করবে।

১০.০ শূন্য আসন নিরূপণ: বার্ষিক পরীক্ষার পরপরই প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবেন এবং নির্ধারিত ছক পূরণপূর্বক ভর্তি কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবেন।

১১.০ ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ও ভর্তি ফি

১১.১ ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটনসহ এম.পি.ও.ভুক্ত, আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত এবং এম.পি.ও. বহির্ভূত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন ফরমের জন্য সর্বোচ্চ ২০০/- (দুইশত) টাকা গ্রহণ করা যাবে;

১১.২ সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল এলাকায় ৫০০/- (পাঁচশত)-পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১০০০/- (এক হাজার)-পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২০০০/- (দুই হাজার)-ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না;

১১.৩ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এম.পি.ও. বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি সহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে।

Scanned by CamScanner